রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৭ সনের ৪৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২, ২০১৭

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। ৭৪৭—৭৫৪
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ। ১৬০৭—১৬৪২
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি। নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি। নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। ১৬৮১—১৭৩৬
পৃষ্ঠা নং
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ। নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী। নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব। নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব। নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব। নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান। নাই
(৬) . . . . . তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা। নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস]

নং ১২৭/২০১৭/কাস্টমস/৪৩৫ তারিখ, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং

বিষয় : আমদানি প্রাপ্যতার সময়সীমা বৃদ্ধিকরণ।

সূত্র :

১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-৬০/২০১৭/কাস্টমস/ ২৯০, তাং-১৮-০৬-২০১৭;
২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-৬৭/২০১৭/কাস্টমস/ ৩২০, তাং-১৭-০৭-২০১৭;
৩) মেসার্স র‌্যাংগস ইলেক্ট্রনিক্স লিঃ এর ২১-০৯-২০১৭ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। সূত্রোক্ত পত্রসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় অবস্থিত মেসার্স র‌্যাংগস ইলেক্ট্রনিক্স লিঃ এর ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য সূত্রোক্ত-০১ নং পত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ The Customs Act, 1969 এর section-13(2)(c) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আগামী ৩০-১১-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্মতি জ্ঞাপন করছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস রপ্তানি ও বন্ড)।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ: ১১ আশ্বিন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-৩৪/২০১৭-৪৪৪—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে মৌলভীবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব জালাল আহমদ রাজু, পিতা-মরহুম ছমির উদ্দিন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ: ১২ আশ্বিন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-৩১/২০১৭-৪৫০—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে রংপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, পিতা-জনাব মোঃ রহমত আলী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৩০/২০১৭-৪৫১—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব বিরজা বালা, পিতা-শচীন্দ্র নাথ বালা-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুবার রহমান সরকার
উপ-সচিব (প্রশাসন-২)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-০১/৮৯(অংশ-২)-৮২৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ আবদুল মালেক, পিতা-মোঃ হোসাইন আলী, মাতা-ময়ফুল বেগম, গ্রাম-হংসরাজ, ডাকঘর-শেওটগাড়ী, উপজেলা-ডোমার, জেলা-নীলফামারী এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার ১০ নং হরিণচড়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ: ২ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-০৩/৮১-৮৩৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব নুর মোহাম্মদ, পিতা-মোঃ মেছবাহ উদ্দিন, মাতা-হাজেরা বেগম, গ্রাম-কিরণ নগর, ডাকঘর-বালার হাট, উপজেলা-ভেদরগঞ্জ, জেলা-শরীয়তপুর এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ তারাবুনিয়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জি,এম, নাজমুছ শাহাদাৎ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ক্রীড়া-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ আশ্বিন ১৪২৪/২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭

নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.০১১.১৩১.২০১১-৫৬৮—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪ (হালনাগাদ সংশোধিত) এর ২০ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক জনাব এম শোয়েব চৌধুরী-কে বাংলাদেশ ফেন্সিং এসোসিয়েশনের সভাপতি পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হোসনা আফরোজা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭

নং ২২.০০.০০০০.০৫২.২৭.০৪৫.১৬-৭৬৪—যেহেতু, জনাব মোঃ আলী হায়দার খান, উপ-বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব), শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উইং, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকায় নিয়োজিত থাকাকালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-শা-২/পবম-৫৮/২০০০/১৪১, তারিখ: ১১/০২/২০০৮ মূলে যুক্তরাষ্ট্রের নর্দান এরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি,এইচডি ইন ফরেস্ট সায়েন্স Specialization in Forest Inventory with Application of Remote Sensing and GIS শীর্ষক কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য জানুয়ারি/২০০৮ হতে ডিসেম্বর/২০০৯ পর্যন্ত ২ (দুই) বছর শিক্ষা ছুটি অর্ধ গড় বেতনে এবং জানুয়ারি/২০১০ হতে ফেব্রুয়ারি/২০১২ পর্যন্ত ২ বছর ২ মাস অসাধারণ ছুটিতে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে বিদেশ গমন করেন;

যেহেতু, অনুমোদিত নির্ধারিত ছুটির মেয়াদ ২৯-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে শেষ হওয়ার পরও তিনি সরকারি কাজে যোগদান করেননি এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ছুটি মঞ্জুরীর শর্ত উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় বিদেশে অবস্থান করছেন এবং কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ আলী হায়দার খান, উপ-বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব) এর উপর্যুক্ত অননুমোদিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ধারা ৩(বি) মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, জনাব মোঃ আলী হায়দার খান, উপ-বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব)-কে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী অননুমোদিত অনুপস্থিতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে একই অধ্যাদেশের ৪(এ) ধারা মোতাবেক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের গত ২০-১২-২০১৫ তারিখ পবম/প্রশা-২/ বন/বিমা-৪৫/২০১৩/৬৮৮(২) সংখ্যক পত্রে কেন তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal From Service) করা হবে না কারণ দর্শানোর নোটিশটি যথাযথ নিয়মে জারি করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ আলী হায়দার খান, উপ-বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব দাখিল না করায় উপর্যুক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২য় কারণ দর্শানো সম্পর্কিত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের গত ২৪-০৮-২০১৬ তারিখ পবম/প্রশা-২/বন/বিমা-৪৫/২০১৩/৬২৯ সংখ্যক নোটিশটিও যথাযথ নিয়মে জারি হয় এবং কোন জবাব না পওয়ায় সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ধারা ৫(৪) অনুসারে জাতীয় পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাকে ২৭-০৯-২০১৬ তারিখ ও The Daily Independent-এ ২৬-০৯-২০১৬ তারিখ প্রকাশিত হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ আলী হায়দার খান, উপ-বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সুনির্দিষ্ট এবং যেহেতু তাকে একাধিকবার কারণ দর্শানোর নোটিশ বিধি মোতাবেক জারি হওয়া সত্ত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি, প্রতীয়মান হয় যে এতদবিষয়ে তার কোন বক্তব্য নেই, সেহেতু তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ধারা ৩(বি) মোতাবেক আনীত অভিযোগসমূহ সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত এবং তাকে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্তকরণের (Dismissal From Service) দণ্ডাদেশ প্রদান যৌক্তিক ও সমীচীন;

যেহেতু, জনাব মোঃ আলী হায়দার খান, উপ-বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal From Service) দণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন পর্যালোচনাক্রমে ঐকমত্য পোষণ করেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ আলী হায়দার খান, উপ-বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব)-কে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal From Service) দণ্ড আরোপের বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন প্রদান করেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ আলী হায়দার খান, উপ-বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব), শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উইং, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা এর বিরুদ্ধে ০১-০৩-২০১২ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির জন্য সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারা মোতাবেক আনীত অভিযোগ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(এ) ধারা মোতাবেক অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ হতে অর্থাৎ ০১-০৩-২০১২ তারিখ হতে তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal From Service) করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ইসতিয়াক আহমদ
সচিব।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা শাখা-২

আদেশ

তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৭.০১.০০৩.১৭-৪১**—যেহেতু, জনাব মোঃ ফজলুল হক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের দায়িত্ব সাময়িকভাবে পালনকালীন সময়ে গত ০১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে টিভি চ্যানেল আরটিভির সংবাদকর্মীদের নিজ দায়িত্বে সাক্ষাতকার প্রদান করেন এবং সাক্ষাতকার প্রদানের একপর্যায়ে অধিদপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রকাশ না করার জন্য সাংবাদিকদের মোটা অংকের অর্থ প্রদানসহ অন্যান্য অভিযোগ পাওয়া যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (বহিরাগমন) জনাব মোঃ হেদায়েতুল্লা চৌধুরীকে অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দেয়ার জন্য নিয়োজিত করা হয়। তিনি ০৪-০৪-২০১৬ তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করে অভিযোগসমূহ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন;

যেহেতু, উক্ত প্রাথমিক তদন্তে উল্লেখ করা হয় যে জনাব মোঃ ফজলুল হক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর মহাপরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকালে গত ০১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে বেসরকারি টিভি চ্যানেল আরটিভি এর সাংবাদিক জনাব ফখরুল ইসলাম এর সাথে সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত অতি উৎসাহী হয়ে দায়িত্বহীনভাবে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেন এবং একই সময়ে তিনি পাসপোর্ট অধিদপ্তরের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি টিভি চ্যানেলে প্রকাশ না করার জন্য অর্থ প্রদান করেন এবং সাংবাদিকদের ব্লেজার প্রদান করতে চান। তার এ অযাচিত কার্যকলাপের জন্য পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে বর্ণিত অভিযোগে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার ৩(বি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ ফজলুল হক কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করলে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ ফজলুল হক এর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি সন্তোষজনক মর্মে বিবেচিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় আনিত অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তে জনাব মোঃ ফজলুল হক এর বিরুদ্ধে ০১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে বেসরকারি টিভি চ্যানেল আরটিভির সাংবাদিকদের সাথে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে অতি উৎসাহী হয়ে দায়দায়িত্বহীনভাবে অপ্রাসঙ্গিক ও বিধিবহির্ভূত বক্তব্য প্রদান এবং পাসপোর্ট অফিসের দুর্নীতি ও অপকর্ম চাপা দেওয়ার লক্ষ্যে সাংবাদিকদের প্রভাবিত করার নিমিত্ত অর্থ প্রদান ও বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে দুর্নীতির বিষয় চাপা প্রদানের চেষ্টা করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধি ১৯৮৫ অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ ফজলুল হক এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামায় উল্লিখিত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার ৪ বিধি অনুযায়ী গুরুদন্ড প্রদানের লক্ষ্যে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন, জবাবে উল্লেখ করেন যে আগামী ০৩-১০-২০১৭ তারিখ তিনি পিআরএল এ গমন করবেন এবং অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি চান। দাখিলকৃত এ জবাবও সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়নি;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, তদন্তকর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জবাব ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয় এবং দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রাপ্তির পর তাঁর প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুবিভাগের মতামত গ্রহণ ও উক্ত মতামত পর্যালোচনা করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিক বিষয় বিবেচনাপূর্বক জনাব মোঃ ফজলুল হককে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্তপূর্বক একই বিধিমালার ৪(২)(ই) বিধি অনুযায়ী তাকে তার বর্তমান বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিতকরণ করার লঘুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ ফজলুল হক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্তপূর্বক তাকে একই বিধিমালার ৪(২)(ই) অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে তাঁর বর্তমান বেতনস্কেলের নিম্নধাপে অবনমিতকরণ করার লঘুদন্ড প্রদান করা হলো। তিনি এ আদেশ স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ৫৬৫০০/- টাকা স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে বেতন প্রাপ্য হবেন এবং শাস্তি প্রদত্ত বেতনের কোন অংশ তিনি পরবর্তীতে দাবি করতে পারবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী
সচিব।

শৃঙ্খলা শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ আশ্বিন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৬.০১.০০৫.১৭-৪৬**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ (মঈন), জেলার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগার এর বিরুদ্ধে সিলেট জেলা কারাগারের জেলার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে কারাবিধি ও সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধি ১৯৮৫ এর পরিপন্থি কার্যকলাপের অভিযোগ উঠে;

যেহেতু, তিনি সিলেট জেলা কারাগারে অবস্থিত কারা ক্যান্টিনে দীর্ঘদিন যাবৎ সহায়তাকারী (রাইটার) হিসেবে নিয়োজিত কয়েদী নং-৯২০৪/এ প্রমোদ চন্দ্র দাস এর কাজ পরিবর্তন পূর্বক কিছুদিন পর ০১-০৯-২০১৬ তারিখে ৫০,০০০/-টাকা উৎকোচের বিনিময়ে তাঁকে পুনরায় কারা ক্যান্টিনে রাইটার হিসেবে নিয়োজিত করেন। ১০ দিন পর ১০-০৯-২০১৬ তারিখে তাঁকে ক্যান্টিনের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে অন্য কাজে নিয়োজিত করেন;

যেহেতু, কয়েদী নং-৯২০৪/এ প্রমোদ চন্দ্র দাস জেলার জনাব মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ (মঈন) এর নিকট তাঁকে ক্যান্টিন থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বন্দির কথা আন্তরিকভাবে শ্রবণ না করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে পাগলা সেলে ঢুকিয়ে দেয়ার হুমকি প্রদান করেন;

যেহেতু, কয়েদী নং-৯২০৪/এ প্রমোদ চন্দ্র দাস জেলার কর্তৃক হুমকি প্রাপ্ত হয়ে তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হন গত ০১-১২-১৬ তারিখে ছেনা দিয়ে জেলারের মাথায় আঘাত করেন;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ (মঈন) কারাগারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে বন্দীদের কর্মবন্টনে তাঁর দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হন যা কারাবিধি ১ম খন্ডের ২৪২, ২৪৮ ও ২৫২ বিধি এবং ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা পরিপন্থি কাজ;

যেহেতু, উপরিউক্ত বিধি বহির্ভূত আচরণের জন্য জনাব মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ (মঈন) এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও (ডি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ (মঈন) কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দেন ও বিভাগীয় মামলার দায় থেকে অব্যহতি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তাঁর কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপ-সচিবকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু,তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক এ মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন যে, জনাব মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ (মঈন) এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত দুর্নীতি পরায়নতার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি; তবে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগটি প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলায় আনীত অভিযোগ ও কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং ঘটনার পারিপাশ্বিকতা বিবেচনাপূর্বক জনাব মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ (মঈন) জেলার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাবেক জেলার, সিলেট জেলা কারাগার, সিলেট কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্তপূর্বক একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী তাকে তিরস্কার দন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ (মঈন), জেলার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাবেক জেলার, সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার, সিলেট কে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্তপূর্বক তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(এ) অনুযায়ী তিরস্কার সূচক (Censure) লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আলাউদ্দিন পাটোয়ারী
সহকারী সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]

জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ ফাল্গুন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৪.১৭-৭৪—ঠাকুরগাঁও জেলার সদর থানার মামলা নম্বর-১৯, তারিখ-১১-০৬-২০১৬ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬(২) এর (ঈ)/৯(৩)/১০/১২/১৩। গত ১১-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ঠাকুরগাঁও জেলার সদর থানাধীন কিসামত তেওয়ারীগাও আসামীর বসতবাড়ীতে আসামী মোঃ লুৎফর রহমান (৫৭) পিতা-মৃত মহির উদ্দীন ও অন্য আসামীর নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত জিহাদী বই ও অন্যান্য কাগজপত্র পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র/সহায়তা/প্ররোচিত করে নিষিদ্ধ সত্ত্বাকে সমর্থন বা উহার কর্মকাণ্ডকে গতিশীল, অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র, সহায়তা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা বেগম
উপসচিব।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১১ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৭-১৫৯—ডিএমপি, ঢাকার রমনা মডেল থানার মামলা নম্বর-৩৮, তারিখ-২২-০২-২০১৫ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ সংশোধনী/২০১৩) এর ৬(২)(অ)৭/১২/১৩। গত ২১-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ ডিএমপি, ঢাকার রমনা মডেল থানাধীন নয়াটোলা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে আসামী আহম্মদ হাসান শাহ (৪৮) পিতা-ইসাহাক আলী শাহ ও অন্যান্য আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত-ককটেলের অংশ, পেট্রোল বোমার অংশ ও বই ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির নেতা পরস্পর যোগসাজসে সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন করে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিপন্নসহ বৈধ সরকারকে উৎখাতে পুলিশ ও পথচারীকে হত্যার উদ্দেশ্যে ককটেল/পেট্রোল বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অপরাধ সংঘটনে সাহায্য ও সহায়তা এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্‌দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা বেগম
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১০ আশ্বিন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০১.১৭-৫৫২—বাকলিয়া থানার মামলা নং-৩১, তারিখ: ১৬-১০-২০১৫ খ্রিঃ {ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬(২)(ঈ)/১০} এ গত ১৬-১০-২০১৫ তারিখে বাকলিয়া থানাধীন সেকান্দর চেয়ারম্যান ঘাটা, ওমর ফারুকের বসতঘরে জামাত শিবিরের কতিপয় নেতাকর্মী জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টি ও প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করছে এরূপ সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ উক্ত স্থানে উপস্থিত হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় আসামী মোঃ ওমর ফারুক (৪০), পিতা-মৃত বাদশা মিয়াসহ ০৬ জনকে আটক করা হয়। আসামীরা তাদের সহযোগী পলাতক আসামীসহ প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তির ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে বাকলিয়া থানাধীন শাহ আমানত সেতু ও বাকলিয়া ৩৩/১১ কে.বি সাবস্টেশন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ধ্বংসের প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিদ্যুৎ এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অপরাধে জড়িত, তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ৪০(২) ধারামতে এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০১.১৭-৫৫৩—দেলদুয়ার থানার মামলা নং-০১, তারিখ: ০৪-০৬-২০০৯ খ্রিঃ {ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৯(১)} এ মোঃ মোখলেসুর রহমান @ মুকুল (২৬), পিতা-মোঃ খলিলুর রহমান গত ২৮-০১-২০০২ তারিখে দেলদুয়ার থানাধীন মৌলভীপাড়া গ্রামের হাবিবুল্লাহ এর কন্যা তছলিমা (২২) কে বিবাহ করে শ্বশুর বাড়ীতে অবস্থান করে উক্ত বাড়িতে থাকাকালে নিজের শ্যালক ও চাচাতো শ্যালকসহ বহু যুবক ও কিশোরকে জেএমবি'র সদস্য হিসেবে গড়ে তোলে। কতিপয় বহিরাগত সহযোগীসহ গভীর রাতে মৌলভীপাড়া জামে মসজিদে দলভুক্ত কিশোর/যুবকদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে এবং বিভিন্ন স্থানে জেএমবি প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে দলভুক্ত করার জন্য দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। তার উক্তরূপ কর্মকাণ্ড প্রকাশ হলে গত ২৩-০৫-২০০৯ তারিখে অত্র জেলার গোয়েন্দা পুলিশ ও থানা পুলিশের সহায়তায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি জেএমবির দাওয়াতী প্রশিক্ষণ ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার অপরাধে জড়িত, তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ৪০(২) ধারামতে এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯.১৭-৫৫৪—হাটহাজারী মডেল থানার মামলা নং-২৪, তারিখ: ২৭-১২-২০১০ খ্রিঃ {ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(২)এর(অ)(আ)(ই)/৮/৯(৩)/১৩} আসামী মোঃ শামীম হোসেন প্রঃ শামীম হাসান (২৭)সহ অন্যান্য আসামীরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটন করার জন্য বিস্ফোরক দ্রব্যাদি নিজ দখলে রেখে হত্যার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরণ ঘটানো এবং নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ, সমর্থন ও সহায়তা করার অপরাধে জড়িত, তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ৪০(২) ধারামতে এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ: ১১ আশ্বিন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৭.১৭-৫৬৮—ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নং-৪৫, তারিখ: ১১-০৬-২০১৬ খ্রিঃ {ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯(সংশোধনী/ ২০১৩) এর ৭/১০/১১} এ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক গত ১০-০৬-২০১৬ তারিখে ময়মনসিংহ শহরস্থ ৪২ নং সানকিপাড়া এস এম আশরাফ, পিতা-মৃত আঃ রাজ্জাক এর বাসার নীচ তলায় কতিপয় ১৫/২০ জন দুস্কৃতিকারী একত্রিত হয়ে নাশকতার পরিকল্পনা করছে এরূপ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ উক্ত স্থানে উপস্থিত হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় আসামী আশরাফুল আলম (২৫), পিতা-মোস্তাফিজুর রহমানকে আটক করা হয়। তদন্তে এবং তার কাছ হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন ধরনের জিহাদী বই, ডিস্ক, বিভিন্ন ধরনের ব্যানার ও পোস্টার ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ সত্তার সমর্থন ও কর্মকাণ্ড গতিশীল এবং উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করে সন্ত্রাসী কার্য পরিচালনা ও প্রচেষ্টা করার অপরাধে জড়িত, তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারামতে এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা বেগম
উপসচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৫ অক্টোবর ২০১৭

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০১.১৭-৫৯২—বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ১২৭নং অর্ডার) এর ৯(৩) (ডি) ধারার বিধান অনুযায়ী অর্থ বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন এর স্থলে জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-কে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৭.১৭-৫৯৪—The Insurance Corporations Act, 1973 (Act, No. VI of 1973) এর ৭(১) এবং ৭(৩) ধারামতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে জীবন বীমা কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে ৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো:

(১) বেগম পাপিয়া রহমান
২২৬/২, পশ্চিম ধানমন্ডি, রোড নং-১০/এ, ঢাকা-১২০৯।

(২) বেগম গুলশান আরা
টাইম বুকস, গ্রান্ড প্লাজা শপিংমল, ২২৭, কোয়াটার
সার্কুলার রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ আশ্বিন ১৪২৪/০২ অক্টোবর ২০১৭

নং **সবিম/শা-৬/প্রত্ন:অধি-১০/২০১০-৪৯০**—১৯৬৮ইং সালে (১৯৭৬ইং সালে সংশোধিত) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসীলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ বলিয়া ঘোষণা করা হলো।

ক্রমিক নং	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দি	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	মন্তব্য
		মৌজা	খতিয়ান নং (আরএস)	দাগ নং (আর এস)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	কবি কাজী কাদের নেওয়াজ এর স্মৃতি ভবন গ্রাম-মুজদিয়া উপজেলা-শ্রীপুর জেলা-মাগুরা।	৪২ নং মুজদিয়া	১৮৩ ২৩৩ ২৩৮	২০	০.৯১ একর	উত্তরে-বাগান (বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা) দক্ষিণে-পাঁকা রাস্তা পূর্বে-মেহগুনি বাগান পশ্চিমে-বাগান (বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা)	কাজী মাজেদ নেওয়াজ গং পিতা-কাজী মালেক নেওয়াজ	হ্যাঁ সম্মত

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডেনিসা রড্রিক্স
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ অক্টোবর ২০১৭ খ্রি:

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৩৫.১৭-২৩৯**—যেহেতু, আপনি ডাঃ অধীন্দ্র নাথ সরকার, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), বোদা, পঞ্চগড় হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় গত ২৭-০২-২০১৩ খ্রি. ৩৮৭নং স্মারকে সদর, লালমনিরহাটে বদলি করা হলে আপনি বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে অননুমোদিতভাবে ০৬-০৩-২০১৩ খ্রি. হতে ০৭-০৭-২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং উক্ত সময়ে আপনি কোথাও কর্মরত ছিলেন না;

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে ০৩-০৬-২০১৪ খ্রি., ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০০৮.২০১৪-১৮১নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দণ্ড স্বরূপ ২৭-০৫-২০১৫ খ্রি., ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০০৮.২০১৪-১৫৩ নং স্মারকে আপনার ১(এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হয়;

সেহেতু, এক্ষণে আপনার ২২-০৮-২০১৭খ্রি. এর আবেদনের প্রেক্ষিতে "নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯" এর বিধি ৯(৩)(১) ও (৩) উপ-বিধি মোতাবেক আপনার ০৬-০৩-২০১৩ খ্রি. হতে ০৭-০৭-২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত অননুমোদিত অনুপস্থিতকালকে ভূতাপেক্ষকভাবে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সচিব।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রি:

নং স্বাপকম/স্বঃসেঃবিঃ/ঔঃপ্রঃ-১/ঔষধ-৪১/২০০৮(অংশ-২)(১২)-৮০—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১৩-০৬-২০১২ তারিখের ১২৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত ঔষধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির টেকনিক্যাল সাব-কমিটি সংশোধনপূর্বক নিম্নরূপভাবে পুণর্গঠন করা হলো:

আহবায়ক

১. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা
৩. যুগ্মসচিব, (ঔষধ প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
৪. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান, জেনারেল আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল সার্ভিসেস
৫. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, ডীন, ফার্মেসী অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৬. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, ডীন সমতুল্য একজন প্রতিনিধি, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা
৭. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, বিভাগীয় প্রধান, ফার্মেসী প্রযুক্তি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৮. অধ্যাপক ডাঃ মোঃ ইসমাইল খান, বিভাগীয় প্রধান, কার্মাকোলজী বিভাগ ও উপাচার্য চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
৯. অধ্যাপক ডাঃ মোঃ টিটু মিয়া, মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ
১০. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, পরিচালক সমতুল্য একজন প্রতিনিধি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
১১. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল, ঢাকা
১২. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, ভ্যাকসিন বিশেষজ্ঞ আই,সি,ডি,ডি,আর,বি, মহাখালী, ঢাকা
১৩. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন

১৪. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি

১৫. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি

১৬. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি

১৭. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ

১৮. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, মহা-সচিব বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি

১৯. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ

২০. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল ইম্পোটার্স এসোসিয়েশন।

সদস্য-সচিব

২১. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

২। **কর্মটির কার্যপরিধি :**

(ক) নতুন ঔষুধ (New Drug) এবং প্রচলিত ঔষধের নতুন আকার (New Dosage Forms) ও মাত্রায় (New Strength) ঔষধসমূহের রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে মতামত প্রদান;

(খ) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের, সভাপতিত্বে গঠিত ঔষধ নিয়ন্ত্রণ কমিটিকে সার্বিক টেকনিক্যাল বিষয়ে সহায়তা প্রদান; এবং

(গ) ঔষধ সম্পর্কিত আইন/অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধির আওতায় বিজ্ঞাপিত বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ/ মতামত প্রদান।

৩। জনস্বার্থে এ কমিটি পুনর্গঠন করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **স্বাপকম/স্বঃসেঃবিঃ/ঔঃপ্রঃ-১/ঔষধ-৪১/২০০৮(অংশ-২)(১১)-৮৪**—বায়োলজিক্যাল ড্রাগস এর জেনেরিক ভারসন বায়োসিমিলার এর উৎপাদন ও বিপনন সারা পৃথিবীতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়োসিমিলার নিয়ন্ত্রণের জন্য WHO সহ প্রায় সকল রেগুলেটরী অথরিটি যেমন- USFDA, EMA, MHRA, Health Canada, TGA, HAS, CDSCO এর গাইডলাইন রয়েছে। বাংলাদেশে বায়োসিমিলার ড্রাগস উৎপাদন ও বাজারজাত হচ্ছে। বায়োসিমিলার ড্রাগস এর Quality, Safety ও Efficacy নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি রেগুলেশন গাইডলাইন প্রণয়নের জন্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২৬-০৯-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের আদেশ মূলে বায়োসিমিলার গাইডলাইন প্রণয়নের নিমিত্ত নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করা হলো:

আহবায়ক

১. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২. যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৩. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, ভাইস চ্যান্সেলর, বিআইএইচএস, দারুসসালাম, মিরপুর-১, ঢাকা

৪. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রান বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৫. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, অধ্যাপক, ডীন, ফার্মেসী অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৬. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, অধ্যাপক, বায়োটেকনোলজী ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৭. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

৮. উপসচিব (ঔষধ প্রশাসন অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ঢাকা

৯. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

১০. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স ইনসেপ্টা ফার্মা লিঃ

১১. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, চীফ অপারেটিং অফিসার, মেসার্স বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল লিঃ

১২. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি

১৩. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

১৪. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, সহযোগী অধ্যাপক, বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, এমআইএসটি

১৫. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজী, গণকবাড়ী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

১৬. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, সহ-সভাপতি, ফার্মেসী কাউন্সিল, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

১৭. বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, সহকারী পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) কমিটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বায়োসিমিলার গাইডলাইনগুলোর অনুসরণে বায়োসিমিলার প্রডাক্ট-এর Quality, Safety ও Efficacy নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ধাপগুলো অন্তর্ভুক্ত করে গাইডলাইন প্রণয়ন করবে।

(২) কমিটি প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা গ্রহণ/ কো-অপ্ট সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

৩। জনস্বার্থে এ কমিটি গঠন করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাকসুদা ইয়াসমিন
সিনিয়র সহকারি সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয়-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২২/ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং **৩৮.০০৮.০৩৪.০০.০০.০১০.২০১৪-১১৭**—গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার ‘৭৪নং পাক-বাঘিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়’-এর নাম পরিবর্তন করে ‘৭৪নং বাঘিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়’ এবং ‘৭২নং বাঘিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়’-এর নাম পরিবর্তন করে‘৭২ নং চিনাডুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়’ নামকরণ করা হল

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাজরীন নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব (বিদ্যালয়-২)।